ECOH

রিপোর্ট ২০০৬

Report 2006



ECOH এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ্ (ইকো)
Ekhlaspur Center of Health (ECOH)

ECOH

রিপোর্ট ২০০৬

ECOH এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ্ (ইকো)
Ekhlaspur Center of Health (ECOH)

এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ্ (ইকো)
এখলাসপুর, মতলব উত্তর, চাঁদপুর ৩৬৪১

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
ড. মোঃ মোস্তফা জামান
এমবিবিএস, এমপিএইচ, পিএইচডি

সম্পাদনায় ঃ
ড. মোঃ মোস্তফা জামান

প্রকাশ কাল ঃ
১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭

প্রচ্ছদ ডিজাইন ঃ
মোঃ ফারুখ হোসেন
মোবাঃ ০১৭২২-১৯৬২৫০

মুদ্রণ ঃ
দিনা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
ফোন ঃ ৭১০০০৯৩

প্রারম্ভিক কথা



আমার ছোট বেলার খেলার সাথীরা অনেকেই এখানে বাস করেন। কেউ কেউ ইতি মধ্যেই জান্নাৎবাসী হয়েছেন। আমার মা-বাবাও চির নিদ্রায় শায়িত আছেন এই গ্রামে। এ গ্রামের মাটির গন্ধ লেগে আছে আমার গায়ে। আমার শিকরের টান এতই প্রকট যে মধ্যাকর্ষনকেও হার মানায়। ইকোর প্রতিষ্ঠা আমার কিছুটা ভাললাগা এবং কিছুটা দ্বায়বদ্ধতা থেকে।

শুরুতে যদিও অনেক প্রতিকুলতা ছিল, ইকোর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অনেকেই সহযোগিতা হাত বাড়িয়েছেন। তাদের সহযোগিতার কারনে ইকো সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ইকোর কার্যক্রম জোরদার করার জন্য ইকোর একদল সদস্য সদা সচেষ্ট। আপনিও যোগ দিন না আমাদের সাথে।

সরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগে বড় বড় শহরে হাসপাতাল গড়ে উঠলেও গ্রামে এ ধরনের উদাহরণ বিরল। আমরা সকলে সচেষ্ট হলে একদিন 'ইকো' বাংলাদেশে গ্রামীন স্বাস্থ্য সেবার একটি উৎকৃষ্ট মডেল হিসাবে মাথা উঁচু করে দাড়াবে বলে আশা রাখি।

ড. মোঃ মোস্তফা জামান
প্রতিষ্ঠাতা, ইকো

Message



It is a already eight years after estalishment of ECOH. I herein express sincere respect and appreciation for the dedication of Dr. Mostafa Zaman and his supporting members for making a substantial progress of ECOH.

Eight years ago, we ECSA members in Misato decided to support to materialize the longterm dream of Dr. Zaman to build a health care center in Ekhlaspur aimed at improving local resident's medical treatment and the environmental hygiene. We considered also the promotion of friendship between the people of Ekhlaspur and Misato through these activities.

We are extremely glad to know that several influential people of Matlab have extended their cooperation to ECOH. We will continue to cooperate Dr. Zaman's team to promote health of the people of Ekhlaspur as much as possible. At the same time, we desire furher efforts from the people of Ekhlaspur and its surrounding areas to sustain and extend the activities of ECOH.

Misao Yano
Chairman, ECSA

ইকোর উদ্দেশ্য ও কার্যপরিকল্পনা

সংগঠনের ধরন ও উদ্দেশ্যঃ

ইকো একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী অলাভজনক এবং অরাজনৈতিক মানবতাবাদী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান সকল স্তরের জনগনের শারীরিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের কাজ করে।

কার্যক্রমঃ

১। শিশু ও প্রসূতীদের অকাল মৃত্যু রোধ করা।

২। রোগ-বালাই প্রতিরোধের জন্য বাস্তবমুখী পদপেক্ষ গ্রহণকরা, বিশেষতঃ স্বাস্থ্যশিক্ষার মাধ্যমে, জনগনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষনা করে সমস্যা সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং গবেষনালব্দ জ্ঞান দ্বারা এদের নিরাময়ের ব্যবস্থা করা।

৪। জন্ম-মৃত্যু লিপিবদ্ধ করা এবং প্রয়োজনে জন্ম মৃত্যুর সনদ প্রদান করা।

৫। ধুমপান ও মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

৬। পর্যায়ক্রমে সবার জন্য সেনিটারী পায়খানার ব্যবস্থা করা।

৭। পর্যায়ক্রমে সবার জন্য বিশুদ্ধ বিশেষত আর্সেনিক মুক্ত পানীয় পানির ব্যবস্থা করা।

৮। নামমাত্র চার্জ গ্রহণ পূর্বক সকলকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা। দুঃস্থ এবং অসহায় লোকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

৯। মননশীলতার উন্মেষ ও বিকাশের জন্য সংগঠনের পত্রিকা/বই প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার করা।

১০। শারীরিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খেলাধুলার ব্যবস্থা করা।





সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ২০০৫-২০০৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

আপনাদের হাসপাতালের ৫ম ও ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারন সভায় আমি আপনাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। ইকোর কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে আমি ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৫ ও ২০০৬ইং সালের সমাপ্ত বছরের বার্ষিক হিসাব এবং আয় ব্যয়ের প্রতিবেদন আপনাদের নিকট উপস্থাপন করছি।

১৯৯৯ সনে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম অবহেলিত ও আধুনিক সুবিধা বঞ্চিত এলাকার স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নকল্পে। পরিস্থিতি আজ বদলে যাচ্ছে। আমাদেরও নতুন চিন্তা ভাবনা করার সময় এসেছে। শুধু স্বাস্থ্য খাতই নয় দেশের পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রক্রিয়া, শিল্পায়ন, ব্যবসা-বানিজ্য, বিনিয়োগ পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সবকিছুই যেন গতানুগতিক ও স্থবিরতায় বাঁধা পড়েছে। কোথাও যেন সচল হচ্ছে না উন্নয়নের চাকা। সামাজিক মূল্যবোধের ধ্বংস সমাজের প্রতিটা স্তরে বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা স্বত্ত্বেও আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অত্যন্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দাঁড়গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দিতে ২০০৫/২০০৬ইং সালে ইকোর কার্যক্রম পরিচালনায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। যার ফলে Out Door Patient Treatment রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৫৭৫ ও ২৫২৮ জন। বিভিন্ন test ৩৮৩ ও ৪৮৭ জন, প্রতিবেদন Checkup যথাক্রমে ১৯৩ ও ৩৫৫ জন এবং পাঁচ বৎসরের নীচের বয়সের শিশুদের সংখ্যা ২৬৭৫ ও ৩৯১০ জন। জন্ম এবং মৃত্যু নিবন্ধন এগিয়ে চলছে। স্বাস্থ্য সেবার বিষয়ে ২০০৫ ও ২০০৬ইং সালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্তে নেয়া হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য "ধুমপান মুক্ত দিবস" নিয়মিত বাতজ্বর, চিকিৎসা, মা ও শিশু বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা। এছাড়া ২০০৫ইং সাল ৭টি ও ২০০৬ইং সালে ১২টি সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আপনাদের হাসপাতালের নিজ নিজ পেশাগত দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কতিপয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে। ফলে উক্ত পেশাগত দক্ষতার বিকাশ ইকোর ভবিষ্যতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। ২০০৫ ও ২০০৬ইং সালের ইকোর আয় ও ব্যয় এর হিসাব বিবরণী পেশ করা হলো ঃ

Financial Statement of ECOH, 2005-2006

Sl No	*Income*	*Amoutn of Taka*		*Sl No*	*Expenditure*	*Amoutn of Taka*	
		2005	*2006*			*2005*	*2006*
01	*BF (Opening Balance)*	*1,32,806*	*2,13,632*	*01*	*Salary & Allowance*	*2,28,405*	*2,13,460*
02	*Member fees*	*5,560*	*---*	*02*	*Office and Stationery*	*25,899*	*10,878*
03	*Consultant fees*	*69,888*	*56,045*	*03*	*Equipments*	*27,009*	*1,925*
04	*Laboratory Charge*	*48,515*	*56,320*	*04*	*Reagent & Lab. Accessories*	*11,255*	*23,286*
05	*Surgical Treatment*	*240*	*1450*	*05*	*Furniture*	*26,340*	*11,070*
06	*Donation*	*1,94,780*	*1,21,160*	*06*	*Land*	*440*	*728*
07	*Shop Rent*	*600*	*---*	*07*	*Building Construction*	*98,532*	*10,854*
08	*Miscellaneous*	*1,93,810*	*7,660*	*08*	*Convence*	*---*	*870*
				09	*Computer Accessories*	*---*	*4,420*
				10	*Electricty & Gas Bill*	*---*	*6,253*
				11	*Postage & Telephone*	*---*	*774*
				12	*Newspaper Bill*	*---*	*2752*
				13	*Entertinment*	*---*	*1013*
				14	*Miscellaneous*	*14,687*	*29,420*
				Bank Deposit (Clossing Balance)		*2,13,632*	*1,38,564*
Total		*6,46,199*	*4,56,267*	*Total*		*6,46,199*	*4,56,267*

দেশের সর্বত্র হতাশাব্যাঞ্জক পরিস্থিতি বিরাজমান থাকা স্বত্ত্বেও আমরা দেশবাসীকে উন্নতমানের সুচিকিৎসা দেয়ার চেষ্টা করছি। আমাদের বড় ধরনের বাধাগুলোর মধ্যে জনসংখ্যা বিস্ফোরন, নিরক্ষরতা, দারিদ্র, বেকার সমস্যা, সর্বপুরি অবকাঠামো, পুষ্টিহীনতা উল্লেখ্যযোগ্য। একজন শিক্ষিত লোক ও সমাজ সচেতন ভাগ্যবান নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব পালনে আমাদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে আর এই দূরাবস্থার মধ্যে আশার আলো দেখিয়েছেন ইকোর প্রতিষ্ঠাতা, আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, এদেশের কৃতিসন্তান সম্প্রতি জাতীয় স্বর্নপদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. মোঃ মোস্তফা জামান। তার হাতে হাত রেখে এগিয়ে এসেছে ইকোর একদল দেশপ্রেমিক সদস্য। এ সময় প্রয়োজন চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটিয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং তাঁর চিন্তা চেতনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করা। পরিবর্তন, সেবা, উন্নয়ন আমাদের মূল স্লোগান। ইকো এসব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গড়ে উঠুক-এই আমার আহ্বান।

সন্মানিত শুভানুধ্যায়ীগন

আমরা আমাদের সর্বাত্নক দিয়ে ইকোর কার্যক্রমকে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্রতম অংশ হলেও সফলতা বয়ে আনতে চেষ্টা করছি। সে সাথে বিগত ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ইকোর কার্যক্রম আপনাদের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করছি।

এক নজরে ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ইকোর কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

Activities		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total
Out-patient treatment	new	774	523	1940	2338	995	1277	1916	1966	11,729
	old	15	77	436	496	452	762	658	562	3458
	total	789	600	2376	2834	1447	2039	2575	2528	15,187
Surgey				1	0	0		13	44	58
Out-patient treatment	ECG			26	42	31	41	0	0	140
	urine		33	81	43	118	118	98	151	642
	blood		18	106	187	328	437	285	335	1690
	total tests		51	213	272	477	596	383	486	2472
Pregnant women's checkup	new				75	73	105	81	202	536
	old				95	98	189	112	153	647
	total			211	170	171	294	193	355	1183
Infants checkup	new				63	45	84	2179	3477	5848
(Upto 2004)	old				90	60	90	496	433	1169
Under five 2005-2006	total			160	153	105	174	2675	3910	7017
Vital Registration	birth			133	108	86	114	102	172	715
	death			28	41	28	34	39	54	227
Treatment camp					2	0	1	0	0	3
Training of TBAs*		16				0	0	0	3	19
Meeting		10	8	9	19	0	0	7	12	64
Publication	brocheures	3000				0	1000	0	0	4000
	Stickers					0	1000	0	0	1000
	leaflets					0	0	10,000	0	10,000
	posters				2500	0	1000	0	0	3500
	books/reports			200	500		0	0	0	700
	newsletter					1500	1000	0	0	2500
Tobacco & Blood	New							50	46	96
Pressure Clinic	Old							86	230	316
	Total							136	276	412

আজ ইকোর এতটুকু সফলতার পিছনে বড় সম্পদ হলো আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা । বিশেষ করে প্রতি সপ্তাহে ঢাকা থেকে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়মিত সেবাদান করে আসছেন। যার ফলে ইকোর কার্যক্রম দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। আপনারা প্রতিনিয়ত ইকোর কর্মকান্ড অবলোকন করলেই সহজে অনুমেয় হবে। এখলাসপুরের মত অজ পারা গায়ে আজ চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ, কচুয়া, দাউদকান্দি থেকে রোগী আসে মাসের প্রথম শুক্রবার। জনসংখ্যা ও জন্ম-মৃত্যুর হিসাব-নিকাশ দিতে পারার মত প্রতিষ্ঠান দেশে খুব কমই আছে। এখলাসপুরে শিশু মাতৃমৃত্যু কমে এসেছে। তামাকের ব্যবহার কমেছে অনেক এ সকল কাজে ইকো এক আলোক বর্তিকা। এ সকল সফলতায় অংশীদার হতে পেরে আমরা সত্যিই গর্বিত।

আমি কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে ইকোর প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের জন্যে বিশেষ করে আইসিডিডিআর,বি, ব্র্যাক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, জাতীয় বাতজ্বর ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রন কেন্দ্রসহ আমাদের সম্মানিত দাতা ও আজীবন সদস্য, সাধারণ সদস্যবৃন্দ সম্মানিত এলাকাবাসী, ডাক্তার ও কর্মচারী বৃন্দ, বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক-ছাত্র ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও নিউজ-মিডিয়ার ভাইদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে পরম করুনাময় আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করি তিনি যেন ইকোকে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সেবাদানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকা পালনের তওফিক দান করেন।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ

মোহাম্মদ আলী মিয়া
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক

শোক সংবাদ

ইকোর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব তাইজুদ্দিন প্রধানীয় ২০০৬ সনে পরলোক গমন করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন)। জমিদান করা ছাড়াও তিনি ইকো'র দালান তৈরীর সময় সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাৎ কামনা করছি।

বাতজ্বর নিয়ন্ত্রণ

ড. মোঃ মোস্তফা জামান
প্রতিষ্ঠাতা, ইকো

বাতজ্বর এবং বাতজ্বর জনিত হৃদরোগ বাংলাদেশের শিশু কিশোরদের একটি স্বাস্থ্য সমস্যা। অনেকেই এই রোগে ভুগে অকাল মৃত্যু বরন করেন। বেঁচে থাকলে স্বাভাবিক কাজ কর্ম করতে পারে না। স্ট্রেপ নামের একপ্রকার জীবানু মানুষের গলায় বাসা বাধঁতে পারে। গলার টিস্যুর ভিতরে ঢুকে গলাব্যথা তৈরী করে। এর সাথে জ্বর থাকে। সাধরণত সর্দি-কাশি থাকে না। তাই শিশু কিশোরদের গলা ব্যথাকে অবহেলা করা যাবে না। এর চিকিৎসা নিতে হবে। বাতজ্বরের লক্ষণ সমূহ নিম্নরূপঃ



সাধারণতঃ বড় বড় গিরায়
ব্যথা বা ফোলা সহ জ্বর হয়।



বুকে ব্যথা ও অল্পতেই হাঁপিয়ে ওঠা, অত্যাধিক ক্লান্তবোধ করা।
হৃৎপিন্ডের ভাল্ব ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ফলে রোগীর শ্বাস কষ্ট
বুক ধরফড় ও পায়ের পাতা ফোলা যেতে পারে।

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগীতায় ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং ইকোর যৌথ উদ্যোগে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। এখলাসপুর, মোহনপুর ও জাহিরাবাদ ইউনিয়নের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ১৬,০০৬ জন শিশু কিশোরদের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। রোগী খুজে বের করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং চিকিৎসা দেয়া হয়। প্রয়োজনে ঢাকায় হার্টের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এ সকল মোট ৮জন বাতজ্বর ১১ জন বাতজ্বর জনিত হৃদরোগী সনাক্ত করা হয়। এই হিসাবে প্রতি হাজারে ১.২ জন এ ধরনের রুগী মতলবে বিদ্যমান।



মাঠে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাতজ্বর সনাক্ত করা হচ্ছে।



ভিডিও ব্যবহার করে সমীক্ষাকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা শহরের মোহাম্মদপুর এবং দিনাজপুরের সদর উপজেলায় ও একই রকম তথ্য পাওয়া যায়।

এতে প্রতীমান হচ্ছে যে আশির দশকের তুলনায় বাংলাদেশে এই রোগের প্রকোপ কমে এসেছে। উন্নত দেশে এই রোগ এখন আর দেখা যায় না। আমরাও পারব বাংলাদেশ থেকে এই রোগকে বিদায় করতে। ইকো এই লক্ষ্যে কাজ করছে।

বাতজ্বরের বহিঃ বিভাগীয় সেবা

২০০২ সনের জুন মাসে বাতজ্বর ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হওয়ায় পর ইকো বাতজ্বরের জন্য মতলব থানায় ব্যাপক পরিচিত লাভ করে। ড. মোঃ মোস্তফা জামান এবং ড. জসিম উদ্দিন যথাক্রমে প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় শুক্রবার বাতজ্বরের বিশেষায়িত সেবা দিয়ে আসছেন। এছাড়াও অন্যান্য দিনও ইকোতে বাতজ্বরের চিকিৎসা দেয়া হয়। প্রথম শুক্রবার মতলব উজেলায় বাহিরের এলাকা থেকে রুগী আসেন। চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ, দাউদকান্দি, কচুয়া এমনকি ভেদরগঞ্জ থেকে ও রোগী আসেন এখানে। এখানে চিকিৎসাকৃত রুগীদের একটি হিসাব নিচে দেয়া হলো-

	২০০৪	২০০৫	২০০৬
বাতজ্বর	৫৩	৩৩	২৪
বাতজ্বরজনিত হৃদরোগ	১০	১১	৭
মোট	৬৩	৪৪	৩১





এখানে লক্ষণীয় যে "বাত"কে বাতজ্বর বলে অনেকেই ভুল চিকিৎসা পেয়ে আসছেন। রুগীদের মাঝেও এ বিষয়ে ভুল ধারনা রয়েছে। তাই যারা এখানে বাতজ্বরের চিকিৎসার জন্য আসেন তার সিংহ ভাগই অন্যান্য বাতে ভুগে থাকেন। এমন কি কারো কারো আদো কোন রোগই নেই। অথচ চিকিৎসা পাচ্ছেন বছরের পর বছর। সুতরাং এ অবস্থার সার্বিক পরিবর্তন করা ইকোর জন্য একটি বড় চেলেঞ্জ।





মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা

ডাঃ কাওসার পারভীন
সহ-সভাপতি, ইকো

পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারা সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সন্তান ধারণ ও লালন-পালনে মহিলাদের ভূমিকা অতুলনীয়। গর্ভাবস্থায় মা যদি অনুপযুক্ত ভোগেন বা রোগ-শোকে ভোগেন, গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হয়। গবেষনায় দেখা গেছে অনেক রোগের বীজ বপন হয় মায়ের পেটেই। রোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে একটু বড় হওয়ার পর। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় মাতৃ গর্ভে অপুষ্টি থাকলে প্রাপ্ত বয়স্ক জীবনে ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে গর্ভকালীন মায়ের স্বাস্থ্য এবং গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ অনুন্নত কিংবা সল্পোন্নত দেশগুলিতে মাতৃ স্বাস্থ্য অবহেলিত। অনেক মহিলাই গর্ভকালীন অপুষ্টিতে ভোগেন। অনেকেই সন্তান জন্মদানের সময় বা এ সংক্রান্ত জটিলতায় মারা যান। একটি পরিবারে বিশেষ ভূমিষ্ট সন্তানের উপর এর প্রভাব সহজেই অনুমেয়।



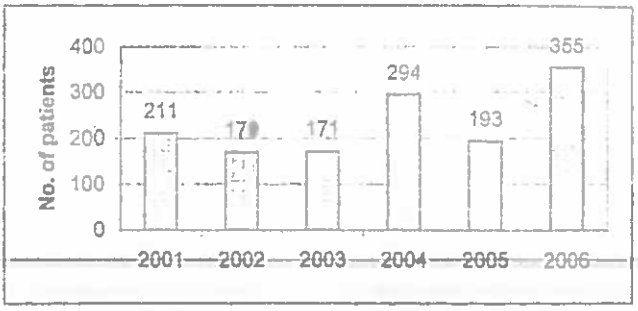


বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যুর হার এখনো অসহনীয় পর্যায়ে আছে। এখলাসপুরের এই হার ছিল আরো বেশী। কারন হচ্ছে খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থার কারনে এর পশ্চাতপদতা। ইচ্ছা থাকলেও প্রসবের জন্য গর্ভবতীকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ছিল অত্যন্ত কঠিন। অনেকের সামর্থ ছিল না একেবারেই। তাদের অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে ইকো মাতৃস্বাস্থ্য কার্যক্রম শুরু করে। এই কার্যক্রমের প্রদান সেবা সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। বাড়ী বাড়ী গিয়ে গর্ভবতীদের সনাক্ত করা।
২। ইকোতে নিয়ে এসে রক্তচাপ, প্রসাব ও রক্ত পরীক্ষা সহ সকল প্রয়োজনীয় চেকআপ করা।
৩। ধনুষ্টংকারের টিকা দেয়ার ব্যবস্থা করা।
৪। ঝুঁকিপূর্ণ ডেলিভারী সনাক্ত করা এবং শহরের হাসপাতালে প্রেরণ করা।
৫। খাদ্য ও পরিশ্রম বিষয়ক উপদেশ প্রদান করা।
৬। সাদাপাতা-জর্দা সহ অন্যান্য তামাক বর্জনের জন্য উপদেশ দেয়া।
৭। রক্ত সল্পতা প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য ঔষধ প্রদান করা।
৮। নিরাপদ প্রসবের জন্য মা-শ্বাশুরী সহ দাইয়ের সাথে শলা পরামর্শ করা।



গত বছর গর্ভবতী মায়েদের জন্য একটি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ত্রিশ জন গর্ভবতী এতে অংশ গ্রহণ করেন। এদের পরামর্শ ও চিকিৎসা প্রদান করেন ডাঃ আয়েশা বেগম ও ডাঃ কাওসার পারভীন। অনুষ্ঠান শেষে সকলের মাঝে " ফল বিতরন করা হয়। সকলকে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও প্রদান করা হয়।



লেখচিত্র ঃ ২০০১ থেকে ২০০৬ সনে মোট ১১৮৩ জন গর্ভবতী মহিলাকে সেবা দেয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে এসংক্রান্ত সকল সেবা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়ে থাকে। শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্যের উপর কাজ করার জন্য ইকো একজন স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োগ দেয়। তাকে এ বিষয়ে মতলব ও নারায়নগঞ্জে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইকো ভবিষ্যতে এই কার্যক্রম আরো জোরদার করবে। পাশাপাশি এলাকাবাসীর ও উচিত হবে এ সেবার সর্বোচ্চ ব্যবহার করা। আসুন আমরা সবাই মিলে মাতৃ মৃত্যুকে প্রতিহত করে।

Advanced formula
ARISTO Gold
High potency 32 Multivitamin & Multimineral Tablet
from A to Z
The pure source of micronutrients
Vanilla flavoured
Sugar free
Part of HEALTHY LIFE of everyone

Enteric Coated Tablet
Proton-P
Pantoprazole 20 & 40 mg
The rightly formulated pantoprazole tablet
- Employs bi-layer coating technology
  -protects the drug from stomach acid as well as coating material
- Unique blend of delayed release & fast release technology
  -provides the fastest possible action
- Binds with both cysteine 813 & 822 residue
  -provides longer acid suppression than omeprazole & other PPIs
- Pregnancy category B drug
  -safer than omeprazole in pregnancy

Quality-the unit we count
ARISTOPHARMA LTD.
Manufacturer of Pharmaceutical Products
ISO 9001:2000 Certified Company
Further information is available on request.
7, Purana Paltan Line, Dhaka-1000, Tel : 9351691-3 Fax : 880-2-8317005
E-Mail : aphc@bangla.net Website : www.aristopharma.com

তামাক নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম

ডঃ জসিমউদ্দিন আহম্মদ
আজীবন সদস্য ও পরিচালক (অনারারী)

মানুষের রোগগুলিকে মোটামুটি সংক্রামিত এবং অসংক্রামিত দুই ভাগে ভাগকরা যায়। সংক্রামিত রোগ সমূহ একজন থেকে অন্যজনের শরীরে সংক্রামিত হতে পারে। যেমন যক্ষা রোগ, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি। অন্যদিকে অসংক্রমিত রোগ সমূহ একজন থেকে অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হতে পারে না। যেমন হৃদরোগ, ক্যানসার, বহুমূত্র, উচ্চরক্তচাপ ইত্যাদি। এনটিবায়োটিক আবিকার হওয়ায় সংক্রামিতরোগগুলি এখন মানুষের আয়ত্বে চলে এসেছে। কিন্তু অসংক্রামকরোগের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও সঠিক কারন খুজে পাওয়া কঠিন। তাই চিকিৎসা করা খুব কঠিন। তবে অসংক্রামকরোগ সমন্ধে যতটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় কিছু অনিয়মের কারনে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে অসংক্রামকরোগগুলি হওয়ার পিছনে কারনগুলি মধ্যে অন্যতম হলো ধুমপান, কায়িক অলসতা, অতিরিক্তচর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ, অনিয়ন্ত্রিক উচ্চরক্তচাপ বা বহুমূত্র রোগ ইত্যাদি।





বিশ্বে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মারা যায় তামাক ও তামাকজাতীয় দ্রব্য ব্যবহারের কারনে। তামাকের ব্যবহার বর্তমান অবস্থায় চলতে থাকলে আগামী ২০৩০ সালে এই মৃত্যুহার দাঁড়াবে এক কোটিতে। তামাকের কারনে মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, কারন এই দেশগুলিতে তামাকের ব্যবহার দিনদিন বেড়েই চলেছে বিশেষ করে মহিলা ও যুবকদের মধ্যে।ধুমপানের ফলে সৃষ্ট ধোয়া নিশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করাকে পরোক্ষ ধুমপান বলে। যখন কেউ ধুমপান করেন তখন তার আশে পাশে সমস্ত বাতাস ধুমপানের ধোয়ার কারনে বিষাক্ত হয়ে যায়। এই বিষাক্ত ধোয়া নিশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করে আশে পাশের সবাই পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। শিশু এবং গর্ভবতী মহিলারা হলো পরোক্ষ ধুমপানের বড় শিকার। পরোক্ষ ধুমপানের কারনে শিশুরা শ্বাসনালীর বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় যেমন ব্রংকাইটিস, নিমোনিয়া, এজমা ইত্যাদি। সদ্য প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক রির্পোট দেখা যায় পরিশোধিত তামাকে প্রায় ২৫৫০ রকমের ক্ষতিকারক কেমিক্যাল পদার্থ পাওয়া গেছে। কিন্তু ধুমপান বা তামাক পোড়া ধোয়ার মধ্যে পাওয়া গেছে প্রায় ৪০০০ রকমের বিষাক্ত ক্ষতিকর কেমিক্যাল গ্যাস যা মানুষের দেহে সৃষ্টি করে ৬০ রকমের ক্যানসার। আমরা সবাই জানি ধুমপানের ফলে ফুসফুসে ক্যানসার হয়। এখন একথা সবার জানা যে ধুমপানের ফলে শুধু ক্যানসার নয় ক্ষতিগ্রস্থ হয় হৃদপিন্ড বা হার্ট, কিডনি ও মস্তিষ্ক।

ইকো ২০০৪ সাল থেকে এ ব্যাপারে এলাকার জনগনকে সচেতন করার উদ্দেশ্য নানা কার্যক্রম শুরু করে। এলাকায় নিয়মিতভাবে প্রতিবৎসর বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষে সর্বস্তরের জনগনকে নিয়ে গণর‍্যালী ও সভার আয়োজন করা হয়। এলাকার জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক ইমাম, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ইকো সদস্যগণকে নিয়ে বিভিন্ন সময় গনসচেতন মূলক আলোচনা সভা বা মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয়। এলাকায় অসংক্রামক রোগের বিভিন্ন রিস্কফ্যাক্টর গুলি উপর সার্ভে করা হইতেছে। এতে করে এলাকার জনগন কতটা ঝুঁকির মধ্যে আছে তা জানা যাবে।





ইকোতে প্রতি সোমবার বিকাল দুই ঘটিকা থেকে চার ঘটিকা পর্যন্ত ধুমপান বর্জনের পরামর্শ দেওয়া হয়। বর্তমানে এখলাসপুর, নয়ানগর, এবং হাসিমপুর গ্রামে বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক সকলের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সবাইকে তামাক ও তামাক জাতীয়দ্রব্য বর্জন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তিন মাস পর আবার সবার কাছে গিয়ে ফলোআপ করা হবে। ইকোর উদ্যোগে ২০০৬ সনের ২২শে জুন এখলাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় এবং ইকো সেন্টারকে সর্ম্পূন ধুমপান মুক্ত এলাকা হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে। বাজার কমিটির উদ্যোগে বাজার থেকে সব রকমের সিগারেটের সাইনবোর্ড সরানো হয়েছে। খুশির খবর এই যে আজো পর্যন্ত এই উদ্যোগে সন্নানের সহিত মানা হচ্ছে। পরিশেষে আমি আশা করবো এখলাসপুরবাসী সবাই তামাক ও তামাকজাতীয় দ্রব্য বর্জনের মাধ্যমে আমাদের প্রচেষ্টাকে সফল করতে সর্বাতক সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবেন।



World No-Tobacco Day observed in Chandpur

CHANDPUR : A procession taken out in observance of the World No-Tobacco Day.

The Independent, Friday, June 3, 2005

শিশু স্বাস্থ্য সেবা

ড. জসিম উদ্দিন আহমদ
নির্বাহী সদস্য, পরিচালক (অনারারী)

শিশুদের সম্মিলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার পদ্ধতিতে কোন শিশু অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা নিতে আসলে চিকিৎসক তাকে সামগ্রীকভাবে পরীক্ষা করে একটি সম্মিলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা দেবেন। এই ব্যবস্থায় রোগীকে অসুস্থতার পাশাপাশি পুষ্টিহীনতার ব্যবস্থা পত্রও দেওয়া হয়। উন্নত দেশগুলিতে এই ব্যবস্থা অনেক আগে থেকে শুরু হলেও আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এখনও চালু হয়নি।

ইকো ১৯৯৯ সন থেকে মতলব উত্তর এলাকার সাধরণ মানুষকে সেবা দান করার উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করে। হাটিহাটি পা পা করে যে যাত্রা শুরু হয়েছে এখন তা বেশ ভালভাবেই এগিয়ে চলছে। ইকো জন্মলগ্ন থেকেই বহিঃবিভাগে রোগী দেখাসহ বিভিন্ন গবেষণামূলক সার্ভে এবং স্বাস্থ্য গনসচেতনতা মূলক কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে। এলাকায় মা ও শিশু মৃত্যু হার কমানোর উদ্দেশ্যে ইকো গর্ভবতী মা এবং একবছর বয়সী শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আসছে। গত ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইকো আন্তজার্তিক উদারাময় গবেষণা কেন্দ্রের (আইসিডিডিআর,বি) সাথে শিশু রোগ চিকিৎসার ব্যাপারে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে । উক্ত চুক্তির অধীনে আন্তজার্তিক উদারাময় গবেষণা কেন্দ্র সম্মিলিত শিশু রোগের উপর বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন মেডিকেল এসিস্টেন্ট ইকো সেন্টারে নিয়োগ প্রদান করে এবং যাবতীয় ঔষধ সরবরাহ করে। মেডিক্যাল এসিস্টেন্টকে সহায়তা করার জন্য ইকো একজন সহকারী নিয়োগ দান করে। তখন থেকেই ইকো সেন্টারে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের যাবতীয় ঔষধপত্র সহ চিকিৎসা পত্র বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।



গণসচেতনতা সভা



গণসচেতনতা সভা

গত দুই বৎসর চার মাসে মোট ৬,৯০১ জন অনুর্ধ ৫ বৎসরের শিশু এই কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে ২০০৪ সালে ৩২৬ জন, ২০০৫ সালে ২৬৭৫ জন এবং ২০০৬ সালে ৩৯১০জন। তমধ্যে ২ মাস বয়সের রোগী সংখ্যা ২৪৬৮ জন। গড়ে প্রতি মাসেই রোগী বাড়তেছে। এই কেন্দ্রে বেশীরভাগ রোগী আসে নিমোনিয়া, ঠান্ডা জ্বর, অপুষ্টি এবং আমাশয় রোগ নিয়ে। এই প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার অত্র এলাকায় শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমে এসেছে।



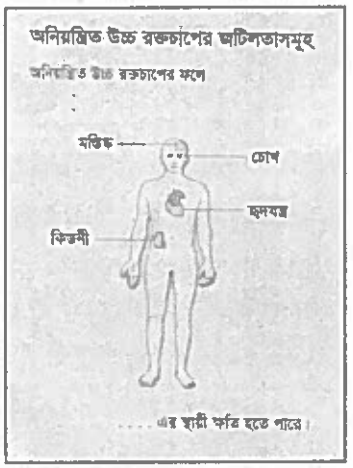
উচ্চরক্তচাপ এবং ইকোর কার্যক্রম

ড. সোহেল রেজা চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ
ইনষ্টিটিউট, ঢাকা, আজীবন সদস্য, ইকো

উচ্চরক্তচাপ বা হাইপারটেনশন রোগটি সাথে আমরা কম বেশি সবাই পরিচিত। রক্তনালীতে যে চাপ থাকে সেটাই রক্তচাপ এবং হৃৎপিন্ডের সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে রক্তনালীর এই চাপ বজায় থাকে। হৃৎপিন্ডের সংকোচনের সময় রক্তনালীর যে চাপটি আমরা পাই তাকে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার বলা হয় এবং হৃৎপিন্ডের প্রসারণের সময় রক্তনালীতে যে চাপ থাকে তাকে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার বলা হয়। চিকিৎসকগণ রক্তচাপ পরীক্ষা করে এই দুটি পরিমাপ লিখে রাখেন, যেমন-১৩০/৮০ mm. Hg. এখানে mm. Hg. রক্তচাপ মাপার একক বা ইউনিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রক্তচাপের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে তাকে আমরা উচ্চ রক্তচাপ বা ডাক্তারী পরিভাষায় হাইপারটেনশন বলে থাকি। সাধারণত রক্তচাপ যদি ১৪০/৯০ mm. Hg. এর বেশি হয় তবে তাকে উচ্চ রক্তচাপের পর্যায়ে ধরা হয়। আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর শতকরা ১৫-২০ জন উচ্চ রক্তচাপে ভোগে। উচ্চরক্তচাপকে একটি নীরব ঘাতক বলা হয়। বাংলাদেশে হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ উচ্চ রক্তচাপ। এই রোগে আক্রান্ত এক-তৃতীয়াংশ রোগীর কোন রকম উপসর্গ নাও থাকতে পারে। কিন্তু অনেক দিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত উচ্চরক্তচাপের ফলে হঠাৎ করেই বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিতে পারে যেমন-মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিয়র, এক বা একাধিক অংশ প্যারালাইসিস, অন্ধত্ব কিডনী ফেইলিয়র হতে পারে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে হাসপাতালে স্ট্রোক বা পক্ষাঘাত রোগের শতকরা ৭০ ভাগ, হার্ট অ্যাটাক রোগের শতকরা ২৩ শতাংশের জন্য দায়ী উচ্চ রক্তচাপ। উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধের জন্য কিছু জীবনাচরণের পরিবর্তন এবং প্রয়োজনে নিয়মিত ওষুধ সেবন করা প্রয়োজন।

উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে করণীয়-

- পরিমিত আহার করুন ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
- কম লবনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করুন।
- ফলমূল ও শাকসব্জি নিয়মিত গ্রহণ করুন।
- অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় খাদ্য পরিহার করুন।
- ধূমপান ও মদ্যপান পরিহার করুন।
- নিয়মিত ৩০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস এবং ব্যায়াম করুন।
- দুশ্চিতা পরিহার করুন।
- উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রিত না থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ গ্রহণ করুন।



অনেকে আছেন যারা ওষুধ খেয়ে উচ্চরক্তচাপ কমে গেলে ওষুধ ছেড়ে দেন এটা মোটেই ঠিক না। সব সময় ডাক্তারের পরামর্শ মত ওষুধ খেয়ে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তাহলে জটিলতা থেকে রক্ষা পেয়ে সুন্দর জীবন-যাপন সম্ভব হবে।

এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ্ (ইকো) এখলাসপুর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণের মাঝে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যথাযথ চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে নিয়মিত কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। ইকোর উদ্যোগে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এই ইউনিয়নের প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রায় ২০ শতাংশ উচ্চ রক্তচাপ ভুগছেন। এদের মাঝে অনেকেই জানেন না যে, তাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে। এলাকার জনগণকে উচ্চ রক্তচাপ এর চিকিৎসা দেওয়ার জন্য প্রতি সোমবার ইকো-তে উচ্চ রক্তচাপ ক্লিনিক এর কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এই ক্লিনিকের মাধ্যমে এলাকার নিবন্ধিত রোগীদের নিয়মিত চেকআপ এবং প্রয়োজনে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে এই ক্লিনিকে প্রায় ১০০ জন রোগী নিবন্ধিত আছে।

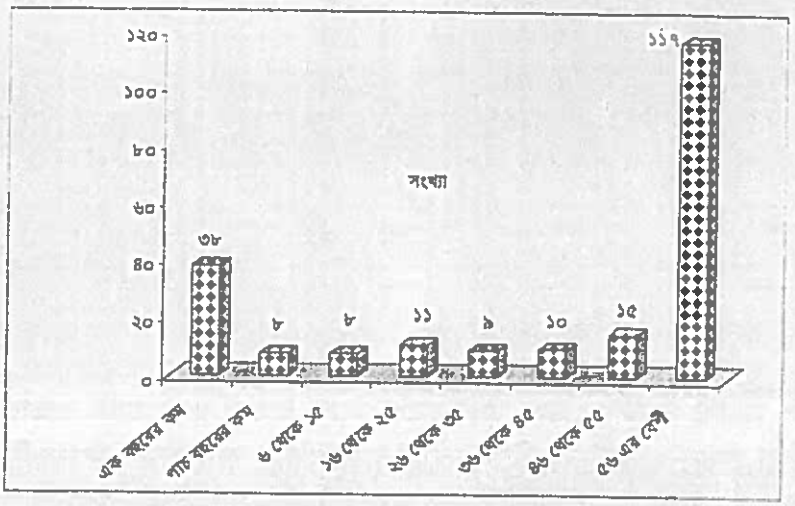


আমরা জানি, উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধ করা গেলে স্ট্রোক বা পক্ষাঘাত অনেকাংশে কমে যাবে। সাধারণত ৫০ বছরের অধিক বয়সীদের মাঝে স্ট্রোক হঠাৎ করেই দেখা দেয়। এ রোগে শরীরের অংশ বিশেষ হঠাৎ করে দূর্বল অথবা অবশ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে হঠাৎ করেই দৃষ্টি শক্তি লোপ পায় এবং কথা বলা বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে যায়। এই সমস্ত রোগীদের মাঝে উচ্চ রক্তচাপের হার খুব বেশি থাকে। এদেরকে চিহ্নিত করে চিকিৎসার সুব্যবস্থা নিলে স্ট্রোক এর পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা কম থাকে এবং রোগী স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। এখলাসপুর ইউনিয়নে স্ট্রোক এর রোগী নিবন্ধনের একটি কার্যক্রম ইকোর মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের অধীনে ইকোর কর্মীগন বাড়ী বাড়ী গিয়ে স্ট্রোক এর রোগীদের খুঁজে বের করবেন। পরবর্তীতে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসার যথোপযুক্ত উপদেশ দিবেন। ভবিষ্যতে সারা দেশে স্ট্রোক প্রতিরোধকল্পে পরিকল্পনা তৈরির জন্য এই কার্যক্রম কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

এখলাসপুর গ্রামে জন্ম-মৃত্যুর প্রতিবেদন

ডাঃ সরকার মোঃ নোমান
সহকারী অধ্যাপক
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
নির্বাহী সদস্য, ইকো

একটি দেশের জন্ম এবং মৃত্যুর হার দেখে ঐ দেশের স্বাস্থ্য সেবার মান সম্পর্কে ধারনা করা যায়। এটি বাস্তব সত্য যে, কোন কোন উন্নয়নশীল দেশে জন্ম এবং মৃত্যুর সঠিক তালিকা সংরক্ষণ করা হয় না ফলশ্রুতিতে ঐ সকল দেশের স্বাস্থ্য সেবা তথা জীবনের মান নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর মূল কারণ হল, অধিকাংশ মৃত্যুই মৃত ব্যক্তির বাস গৃহে হয়ে থাকে এবং এই সকল মৃত্যুর সঠিক কারণ কি তার কোন মেডিকেল সার্টিফিকেট অথবা পরিসংখ্যান রাখা হয় না। এমনকি হাসপাতালেও এর সঠিক তথ্য পাওয়া কঠিন। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়, বিশেষ করে কোন একটি নদীবেষ্ঠিত গ্রাম অঞ্চলের জনগনের জন্ম এবং মৃত্যুর তালিকা সংরক্ষণ খুব সহজ সাধ্য নয়। ইকো এই কঠিন কাজটি তার দক্ষ কর্মীবাহিনীর মাধ্যমে সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে। ইকো-র দক্ষ কর্মীরা মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়স্বজনদের থেকে মৃত ব্যক্তির যাবতীয় তথ্যাবলী যেমন, মৃত্যুকালে মৃত ব্যক্তির বয়স, মৃত্যুর কারণ, কোথায় এবং কিভাবে মৃত্যু হয়েছিল তা সংগ্রহ করেছে। এই পদ্ধতিকে verbal autopsy বলে, যা পৃথিবীর অনেক দেশে প্রচলিত।

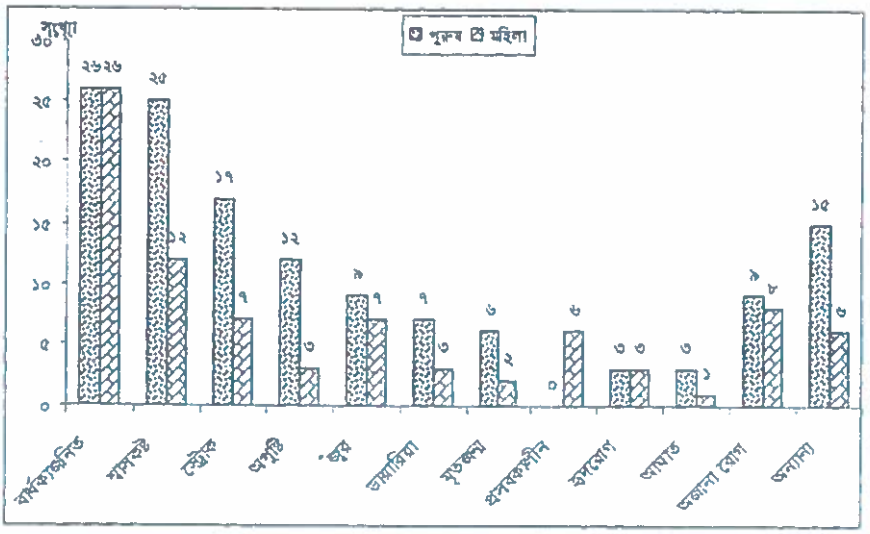


লেখ চিত্র -১ : ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত এখলাসপুর গ্রামের বয়স ভিত্তিক মৃত্যুর তুলনামূলক চিত্র

এখলাসপুর গ্রামে কতজন মানুষ বসবাস করেন তা জানার জন্য এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ্ ২০০১ সালে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। সে মোতাবেক এখানে ৫৪৭৬ জন মানুষ বসবাস করেন, যার মধ্যে ২৮৩২ জন পুরুষ এবং ২৬৪৪ জন মহিলা। উল্লেখ যে ৬৫০ জন পুরুষ এবং মহিলা এই ইউনিয়নের বাসিন্দা কিন্তু অন্যত্র বসবাস করেন। প্রাপ্ত সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, জানুয়ারী ২০০১ থেকে ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত এখলাসপুর ইউনিয়নে মোট ৭২৬ জন শিশু জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২১৬ জন লোক মৃত্যু করেন। পুরুষদের জন্ম এবং মৃত্যুর হার মহিলাদের তুলনায় বেশী।

লেখচিত্র -১ এ এখলাসপুর গ্রামে জানুয়ারী ২০০১ থেকে ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত বয়স ভিত্তিক মৃত্যুর তুলনামূলক চিত্র দেখানো হল। বিগত পাঁচ বছরে এখলাসপুর ইউনিয়নে মৃত মোট ২১৬ জনের মধ্যে এক বছরের কম বয়সে ৩৮ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে পাঁচ বছরের কম কিন্তু এক বছরের বেশী বয়সের ৮ জন করে শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

লেখচিত্র-২ এ মৃত্যুর কারণ সমূহ দেখান হল। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, শ্বাস কষ্ট, স্ট্রোক, অপুষ্টি এবং ডায়ারিয়া জনিত কারণে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের মৃত্যুর প্রবণতা বেশী। উল্লেখ্য যে, ৬ জন মহিলা সন্তান জন্মদানকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা প্রসবকালীন মায়েদের মৃত্যুর হার কমানোর জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছি। ইকোতে নিয়মিতভাবে গর্ভকালীন এবং সন্তান জন্মদান পরবর্তী মায়েদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।



লেখ চিত্র -২: ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত মৃত্যুর কারন

এই সুন্দর পৃথিবীতে আমরা সুস্থভাবে এবং সকলভাবে বেঁচে থাকার জন্য সকল প্রকার আয়োজনই করে থাকি। সুস্থ সুন্দর শিশু যেমন সকলের কাংখিত তেমনি অকাল মৃত্যু আমাদের সকলের নিকট অনাকাংখিত। ইকো শিশু মৃত্যুর হার কমানোর সাথে সাথে মায়ের অকাল মৃত্যু রোধে একটি মহৎ উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগের সফলতার জন্য সকলের সহযোগিতা কাম্য।

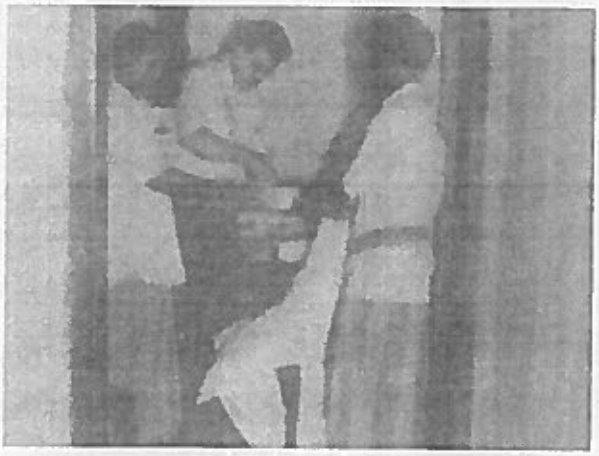
সার্জিকেল ইউনিট বা শৈল্যবিদ্যা বিভাগ

ডাঃ সাদেকুল ইসলাম
সহ-সভাপতি, ইকো

কবির ভাষায় বলতে হয় "ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়/ছোট ছোট গ্রাম গুলি"। পদ্মা মেঘনা বিধৌত আমাদের এ অঞ্চল। এখানেই আমাদের জন্ম। জন্মের পর শৈশব কৈশোর ও অতিবাহিত হয় এখানেই। এলাকার অবস্থান জেলা শহর এমনকি উপজেলা কেন্দ্র থেকেও বেশ দূরে। আর তাই এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মত এখানকার অধিবাসিরাও নগর জীবনের অনেক আধুনিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। স্বাস্থ্য সেবার মত মানুষের মৌলিক অধিকার থেকেও এতদঞ্চলের মানুষ ছিল বঞ্চিত। মানুষের এ বঞ্চনার অবসানের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আজ থেকে ৭ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ইকো।

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই ইকো সর্ব সাধারণের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের জন্য অনলস পরিশ্রম করে চলেছে। স্বাস্থ্য সেবার আধুনিক সব সুযোগ সুবিধা নাগালের মধ্যে নিয়ে আশা সময় সাপেক্ষ্য ও অত্যন্ত ব্যয় বহুল এক প্রক্রিয়া। যার সকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইকো এগিয়ে চলছে সামনের দিকে। যার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইকো এগিয়ে চলছে সামনের দিকে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইকো এখন সফল প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।





অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি সার্জিকেল সেবা প্রদানের নিমিত্তে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি ইকো সার্জিকেল ইউনিট। বর্তমানে এই ইউনিট, যন্ত্রপাতি ও আনুসাঙ্গিক ব্যবস্থাদি সজ্জিত। একজন প্রশিক্ষিত ডাক্তারের ব্যবস্থানা ও অন্যান্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ অনেক দূর এগিয়েছে। বর্তমানে এই ইউনিট প্রাথমিক সার্জারী সমেত আগত রোগীদের ওয়াসিং, ড্রেসিং, সেলাই, পোস্ট অপারেটিভ ড্রেসিং, সেলাই কাটা, ছুন্নাতে খাতনা সহ কিছু মাইনর সার্জারীর আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। হয়ত সেদিন দূরে নয় যেদিন পূণাঙ্গ অপারেশন থিয়েটার সহ একটি আধুনিক সার্জিকেল ইউনিট স্থাপন করে ইকো এতদঞ্চলের দুস্থ মানুষের জন্য আরো উন্নত সেবার দ্বার উমুক্ত করে দেবে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত ইকোর পার্টনারশীপ

ডাঃ সেহেলা রেজা চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক
[illegible]
ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, ঢাকা

এখলাসপুর সেন্টার অব হেলথ (ইকো) এর একটি ব্যতিক্রমধর্মী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান। ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই কেন্দ্রটি এলাকার স্বাস্থ্য সেবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রচলিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠান বেশ কয়েকটি গবেষণাধর্মী কার্যক্রমও চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় জনগণের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠান শুরু থেকে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় বাতজ্বর ও হৃদরোগ প্রতিরোধ ইনস্টিটিউট এবং ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সাথে হৃদরোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে এখলাসপুর এলাকায় হৃদরোগ, বাতজ্বর সার্ভে এবং বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

সংগঠন	কার্যক্রম
বাংলাদেশ সরকার (মতলব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স)	টিকাদান কর্মসূচী
আই সি ডি ডি আর বি	শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক সমন্বিত কর্মসূচী
ব্র্যাক	যক্ষা
হার্ট ফাউন্ডেশন	বাতজ্বর, হৃদরোগ, স্ট্রোক
তামাক বিরোধী জোট	তামাক নিয়ন্ত্রণ
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	তামাক নিয়ন্ত্রণ

গর্ভবতী মা ও শিশুদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণাকেন্দ্র এর সহযোগিতায় একটি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এর আওতায় গর্ভবতী মা ও পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সাথে এখলাসপুর এবং পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নে স্ট্রোক (পক্ষাঘাত) এর রোগীদের নিবন্ধন করার জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। সঠিক এই কার্যক্রম বাংলাদেশে হৃদরোগ ও স্ট্রোক প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। সম্প্রতি ব্র্যাক এর সহযোগিতায় এখানে যক্ষা রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে সঠিকভাবে যক্ষা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা দেওয়ার জন্য একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া তামাকের বিরুদ্ধে সচেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তামাক বিরোধী জোট এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়।

ইকোর ল্যাবরেটরী সুবিধা সমূহ

		টাকা
ক) ই. সি. জি		১২০/-
খ) প্রসাব	১. রুটিন	৫০/-
	২. প্রেগন্যান্সী	১০০/-
ঘ).	১. গলার শ্লেষ্মার গ্রাম ষ্টেইন	৬০/-
	২. কফে যক্ষার জীবানু পরীক্ষা	৬০/-



		টাকা
গ) রক্ত	১. টি.সি, ডি.সি, ই.এস.আর ও হিমোগ্লোবিন	১০০/-
	২. ব্লাড ফিল্ম	৩০/-
	৩. সার্কুলেটিং ইওসিনোফিল	৩০/-
	৪. ভিডাল	৩০/-
	৫. গ্লুকোজ	৯০/-
	৬. বিলিরুবিন	৭০/-
	৭. সি. আর পি.	৭০/-
	৮. এ. এস. ও	১১০/-
	৯. আর.এ.	১১০/-
	১০. রক্তের গ্রুপ	৫০/-
	১১. কোলেষ্টেরল	১০০/-
	১২. ভি. ডি. আর. এল	৫০/-
	১৩. বি.টি ও সি. টি	৫০/-
	১৪. ইউরিক এসিড	১১০/-
	১৫. এস. জি. পি. টি	১১০/-

ইকোর বিশেষায়িত শুক্রবার ক্লিনিক, ১১টা - ৪টা

ক্লিনিক	চিকিৎসক	বার
বাত ও বাতজ্বর ক্লিনিক	ডাঃ মোঃ মোস্তফা জামান এমবিবিএস, এমপিএইচ, পিএইচডি (টোকিও)	মাসের প্রথম শুক্রবার
মেডিসিন ক্লিনিক	ডাঃ সরকার মোঃ নোমান এমবিবিএস, এমপিএইচ (মালেশিয়া)	,, দ্বিতীয় ,,
বাত ও বাতজ্বর ক্লিনিক	ডাঃ জসিমউদ্দিন আহমেদ এমডি(ইউক্রেইন), পিএইচডি	,, তৃতীয় ,,
সার্জারী ক্লিনিক	ডাঃ সাদেকুল ইসলাম এমডি (ইউক্রেইন)	,, চতুর্থ ,,
ষ্ট্রোক, ব্লাড প্রেসার ক্লিনিক	ডাঃ সোহেল হোসেন চৌধুরী এমবিবিএস, পিএইচডি (জাপান)	,, পঞ্চম ,,

এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ (ইকো)

-মিসাতো ও এখলাসপুরের সেতু বন্ধন

ড. তুষার কান্তি দাস
শিক্ষক, আইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বায়ন বলতে আমরা প্রাথমিক ভাবে দেশের সীমারেখা পেরিয়ে মূলধন, দ্রব্য এবং সেবার অবাধ চলাচলকে বুঝিয়ে থাকি। কিন্তু এই সব বস্তু বা সেবার সাথে সাথে ব্যবসা চাকুরী কিংবা উচ্চ শিক্ষার তাগিদে দেশের সীমানা পেরিয়ে মানুষের বিদেশে যাবার সুযোগ এবং প্রবণতা বেড়ে চলেছে। পি. এইচ. ডি গবেষনার জন্য আমাকেও বাংলাদেশের সীমানা পার হয়ে যেতে হয়েছিল সু-দূর জাপানে। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান টোকিও শহরের একেবার কেন্দ্রে হলেও সপরিবারে বাস করার সুবিধার্থে বেছে নেই টোকিও থেকে ট্রেনে ঘন্টাখানেকের দুরত্বের একটি ছোট শহর-যার নাম 'মিসাতো'। মিসাতো শহরটিতে বাস করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন/গবেষনারত বাংলাদেশী সহ অনেক বিদেশী। বিভিন্ন উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে গড়ে উঠে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী এবং জাপানীদের সুসম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব।

ইকো প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটা খুব কাছে থেকে দেখা এবং তাতে অংশগ্রহনের অভিজ্ঞতা থেকেই এ লেখা। প্রথমেই বলতে হয় যে, এ স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় ধারনার জন্ম সম্বন্ধে। এখলাসপুর গ্রামের কৃতি সন্তান, ঐ গ্রামেরই স্কুলে পড়া আজকের সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নামী চিকিৎসক ড.মোস্তফা জামানের একজন ভাল চিকিৎসক হবার পাশাপাশি স্বপ্ন ছিল নিজের গ্রামের মানুষের জন্য কিছু করার। একজন ডাক্তার হিসেবে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এখলাসপুরের গ্রামবাসীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আর এর বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন মিসাতো শহরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন MIC (Misato International Community) এর নেতৃত্বদানকারী এবং মিসাতো শহরের বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্রিয় মিঃ মিসাও ইয়ানো। বস্তুত এই মিঃ ইয়ানো এবং ড. মোস্তাফা জামানের যৌথ উদ্যোগের ফসলই হচ্ছে ইকো। এখানে MIC সম্বন্ধে কিছুটা ধারনা দেওয়া দরকার কারন এই মিক এর জাপানী সদস্যরাই সম্মিলিত চেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব করেছেন ইকোর প্রতিষ্ঠা।
যাহোক ড. মোস্তাফা জামান আমদের শ্রদ্ধেয় জামান ভাই এর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে মিঃ ইয়ানো এবং এর অন্যান্য সবাই মিলে কাজ শুরু করে দেয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার। এর পর অনেকগুলো বৈঠকে চূড়ান্ত করা হয় কর্ম পরিকল্পনা। স্বাস্থকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করেন জামান ভাই ও তাঁর দাদার ওয়ারিশগন।

১৯৯৭ এর জুলাই মাসে সরে-জমিনে সবকিছু দেখার জন্য প্রথমবারের মত বাংলাদেশে আসেন মিঃ ইয়ানো এবং সঙ্গে মিঃ নাকাইয়ামা। ফিরে গিয়েই শুরু করেন সব থেকে কঠিন কাজ অর্থসংগ্রহ করা। জাপান বলতেই আমরা একটা অত্যন্ত ধনী দেশ বুঝে থাকি এবং সে কারনে স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে, কোন একজন বা কয়েকজনের জমে থাকা অর্থের যোগানেই বোধ হয় গড়ে তোলা হয়েছে এ স্বাস্থ কেন্দ্র। তাই এই অর্থ সংগ্রহের কষ্টকর ব্যাপারটির কথা সবার জানা দরকার। একবারে নয়, একটি একটি ইয়েন করে সংগ্রহ করা হয়েছে ইকোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ। অর্থ সংগ্রহে সব থেকে বেশী যে কাজটি করা হয়েছিল তা হচ্ছে বিশেষ "বাজার" এর মাধ্যমে। জাপানে "বাজার" হচ্ছে আমাদের দেশের 'মেলার' মত অনেকটা। সেখানে নতুন পুরান বিশেষ করে পুরান জিনিষের বেচা কেনা হয় এবং নানা ধরনের

খাবার জিনিষও বিক্রি করা হয়। MIC এর সদস্যরা নিজেদের এবং অন্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা জামা-কাপড় ইত্যাদি এই বাজারে বিক্রি করেছে। বাজারে বিক্রি করেছে 'ওমোচি'- এক ধরনের পিঠা জাতীয় খাবার যা তৈরী করতে বিশাল এক কাঠের হাতুরী দিয়ে চালকে অনবরত আঘাত করে প্রস্তুত করতে হয় 'মন্ড'। আবার সারা রাত ধরে বাংলাদেশী খাবার রান্না করে পরদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত জপানীদের সাথে হাঁক ছেড়ে তা বিক্রি করেও অর্থ যোগাড় করেছি আমরা। এছাড়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট অর্থ দান করেছেন। বেশ কিছু স্থানীয় জাপানী। আবার মিঃ ইয়ানো'র আবেদনে সাইতামা প্রিফেকচার সরকারও কিছু অর্থ বরাদ্দ করেছিল। মিঃ ইয়ানো তার নিজের একটি বিখ্যাত রেষ্টুরেন্টের অতিথিদের কাজ থেকেও সংগ্রহ করেছেন অর্থ। নানাভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে ইকোর অর্থ। এই অর্থ সংগ্রহের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়েছে তার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা অনেকটা অসম্ভব। তবে বিষয়টির উল্লেখ করার একটাই কারন যে, আমাদের আজকের এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পেছনে রয়েছে অসংখ্য ভালবাসা একদেশের মানুষের অচেনা অন্য দেশের মানুষের জন্য। একটা সময় ছিল যখন রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপন করার বিষয়টি ছিল শুধুমাত্র সরকারের এক্তিয়ারাধীন। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার এবং বিশ্বায়নের কারনে এখন এক দেশের মানুষের সাথে আর এক দেশের মানুষের বন্ধন সরাসরি নিজেরাই তৈরী করছে। আর তার একটি বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে ইকো। এটি আজ মিসাতো শহর এবং এখলাসপুর গ্রামের সেতুবন্ধন।

অর্থ সংগ্রহের মতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই কেন্দ্রটি নির্মাণ করা এবং তারপর সুষ্ঠুভাবে এবং পরিকল্পনা মাফিক এর স্বাস্থ্যসেবার কাজ শুরু করা। নির্মান কাজটি ধাপে ধাপে এবং সরাসরি তত্বাবধানে শেষ করার একক কৃতিত্ব ডঃ মোস্তফা জামানের। তাছাড়া, উদ্বোধনের পর থেকে ডাক্তার ও অন্যান্য স্বাস্থকর্মী নিয়োগের মাধ্যমে এটি পরিচলনার দায়িত্বভারও পরে ডাঃ মোস্তফা জামানের উপর। ড. জামান, এখলাসপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র যার স্বপ্নের বাস্তবায়ন, নিজের শ্রম, সময় মেধা এবং সর্বোপরি আন্তরিকতা দিয়ে পরিচালনা করে আসছেন এ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে ড. জামান তার নিজ গ্রামের মানুষের জন্য যে অবদান রেখেছেন তা নিশ্চয়ই মনে রাখার মত। তবে এর অব্যাহত পরিচালনা এবং স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন ও পরিধি অধিকতর বিস্তৃতি করার জন্য প্রয়োজন সবার বিশেষ করে এখলাসপুর বাসীর সহযোগীতা। আমাদের জাপানী বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোত্তম পথই হচ্ছে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অগ্রযাত্রার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাওয়া। একজন বাংলাদেশী হিসাবে আমিও শুধুমাত্র এর সফলতাই কামনা করিনা সম্ভাব্য সবধরনের সহযোগীতার জন্য রইলাম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।



''ইকো'' গ্রামীন স্বাস্থ্য সেবার প্রতিধ্বনি

ডাঃ এটিএম সানাউল বাশার
প্রজেক্ট প্রোগ্রাম অফিসার, ইকো

নদীমাতৃক আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ নদী ক্রোড়ে অবস্থিত গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের জীবনের সাথে সংগ্রাম অনেক কষ্টের। বছরের পর বছর বন্যা ও কাল বৈশাখীর ছোবল এ সব অঞ্চলের বাসিন্দাদের করেছে স্বজনহারা ও গৃহহারা। নদী ভাঙ্গন করেছে তাদের ভূমিহীন। চাঁদপুর জেলার মতলব থানার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এখলাসপুর গ্রাম ছিল এর প্রতিচ্ছবি। কিন্তু আজ বেড়িবাধ ও পাথরের স্ল্যাব রোধ করেছে বাৎসরিক এই কালফনা। সত্যিকার অর্থে গত একযুগে বন্যারোধে বিভিন্ন প্রকল্পে এই গ্রাম পরিনত হয়েছে এক বধিষ্ণু জনপদে। গৃহহারা ও ভূমিহীনরা আবার আশায় বুক ভেধে তৈরী করেছে নিজেদের নীড়। উর্বর জমিতে চাষ করে বছরে চার বার ফসল তুলছে ঘরে।

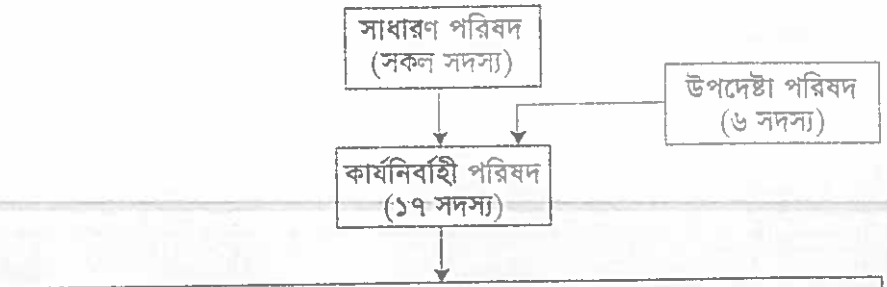
বর্ধিষ্ণু এই জনপদের মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি হচ্ছে সুস্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত এখানকার মানুষদের জন্য কিছু একটা করার স্বপ্ন ছিল এই গ্রামেরই প্রকৃতিতে বেড়ে উঠা গ্রামের হাইস্কুলে ১৯৭৫ সনের তৎকালীন মেট্রিক পরীক্ষায় একমাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্র ড. মোঃ মোস্তফা জামানের। তাঁরই উদ্যোগে এবং নিরলস পরিশ্রমে ১৯৯৯ সনের মে মাসে স্থাপিত হয়েছে এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ্ (সংক্ষেপে ''ইকো'') তাঁরই পিতামহের জায়গায়।

ইকো স্থাপিত হবার উষালগ্ন থেকেই এর প্রতিষ্ঠাতাসহ সকল সদস্যদের ঐকান্তিক নিঃস্বার্থ পরিশ্রমে প্রতিবছরই এর কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা। নদী পথে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুর শহর এবং স্থলপথে মতলব থানার উপর নির্ভর না করে, বর্তমান গ্রামবাসীরা নির্ভর করছে এই স্বল্প প্রতিষ্ঠানটির উপর। ইকো স্বল্প আয়ের মানুষদের করছে আশান্বিত। গ্রামের বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক অবস্থা শ্রেণীবিভেদ করলেও ইকোর চোখে সবাই সমান। কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ছোট বড়, ধনী গরীব সবাইকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পর্যয়াক্রমে দেখা হয় ও চিকিৎসা দেওয়া হয়। স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতার বা নির্বাহী পরিষদের কোন নিকট আত্মীয়-স্বজনকেও অগ্রাধিকার দেয়া হয় না। এ ব্যবস্থা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সৌভাগ্যের বিষয় যে, এ গ্রাম জন্ম দিয়েছে ড. জামানের মত সমাজসেবককে। আমাদের দেশের বড় বড় শহরের সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকরা যদি ড. জামানের মত প্রত্যেক নিজেদের গ্রামে এরকম স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন, তাহলে এই দেশের বেশীর ভাগ লোকের অনেক রোগ বহুলাংশে কমে যেত। সুচিকিৎসার অভাবে খালি হতো না কোন মায়ের কোল। কমে যেত গর্ভকালীন মায়েদের মৃত্যুরহার।

ইকোর সফলতা প্রতিধ্বনিত্ব হচ্ছে আশে পাশের সকল অঞ্চলে। দুর দুরান্ত থেকে এখন রোগীরা আসেন চিকিৎসা নিতে। সুলভে বিভিন্ন পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং পরামর্শে সন্তষ্টচিত্তে ফেরৎ যাচ্ছেন সকলে। এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্য ইকোর প্রতিষ্ঠাতা ও সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সাংগঠনিক কাঠামো



জনবল
(৭ জন)

পদ		সংখ্যা
প্রোগ্রাম অফিসার	ঃ	১
মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্ট	ঃ	১
মিডওয়াইফ	ঃ	১
ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান	ঃ	১
প্রোগ্রাম এ্যাসিস্টেন্ট	ঃ	২
নিরাপত্তা প্রহরী কাম ক্লিনার	ঃ	১

উপদেষ্টা পরিষদ ২০০৫-২০০৭

পৃষ্ঠপোষকঃ ড. তফাজ্জল হোসেন

জনাব মোঃ মোয়াল্লেমুল ইসলাম (সমন্বয়কারী)
জনাব নাসির উদ্দিন আহমদ
জনাব মোঃ ফজলুল হক
জনাব মোঃ সোলায়মান
জনাব মোঃ নেওয়াজ আলী গাজী
জনাব আঃ বারেক পাঠান

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০০৫-২০০৭

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি	ঃ	১। জনাব ড. মোঃ মোস্তফা জামান
সহ-সভাপতি	ঃ	২। জনাব ড. মোঃ সাদেকুল ইসলাম
সহ-সভাপতি	ঃ	৩। জনাব ডাঃ কাওসার পারভীন
সাধারন সম্পাদক	ঃ	৪। জনাব মোঃ মোরশেদ আলম মানিক
যুগ্ম সাধারন সম্পাদক	ঃ	৫। জনাব মোঃ আলী মিয়া
অর্থ সম্পাদক	ঃ	৬। জনাব এস এম আলা উদ্দিন
সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ	৭। জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম
গণ-সংযোগ সম্পাদক	ঃ	৮। জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন প্রধানীয়া
দপ্তর সম্পাদক	ঃ	৯। জনাব মোঃ আমান উল্যাহ মাষ্টার
অডিটর	ঃ	১০। জনাব মোঃ আলী আহম্মদ

সদস্য
১১। জনাব ড. জসিম উদ্দিন আহমেদ
১২। জনাব ড. সোহেল রেজা চৌধুরী
১৩। জনাব ডাঃ সরকার মোঃ নোমান
১৪। জনাব কামাল উদ্দিন
১৫। জনাব আব্দুস সোবহান
১৬। জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান (শাহনশাহ)
১৭। জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ

অনুদানের খতিয়ান, ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত

মালামাল

নাম	আনুমানিক মূল্য (টাকা)	মোট টাকা
১. মোঃ আলী আহাম্মদ (দেয়াল ঘড়ি)		৩০০/-
২. ডাঃ মোঃ মোস্তফা জামান		
ক) রেফ্লটন মেশিন	২,০০,০০০/-	
খ) রক্ত পরীক্ষার ষ্ট্রিপ প্রস্রাব পরীক্ষার ষ্ট্রিপ ও কাপ এবং অন্যান্য পরীক্ষার দ্রব্যাদি	১১,০০০/-	
গ) ল্যাপটপ কম্পিউটার	১,০০,০০০/-	
ঘ) প্রিন্টার (কম্পিউটার)	৫,০০০/-	
ঙ) ফাইল কেবিনেট ২টি	৮,০০০/-	
চ) স্টেথোস্কোপ ১টি ও রক্তচাপ মেশিন	৪,০০০/-	
ছ) শিশুদের উচ্চতা মাপার যন্ত্র	১,০০০/-	
জ) স্কিন-ফল্ড ক্যালিপার্স ২টা	২৪,৮০০/-	
ঝ) ক্যালকুলেটর, নাম্বারিং মেশিন পাঞ্চ মেশিন, স্টেপলার, স্কেল ফাইল ও অন্যান্য ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি	৫,০০০/-	
ঞ) রিভলভিং চেয়ার	৪,০০০/-	
ট) হলটেন ষ্টেডিওমিটার	৪০,০০০/-	
ঠ) মিক্স রোটেটর মেশিন	৯,০০০/-	
ড) ঔষধ ঃ (Zif, Folex TR)	৩,৫০০/-	
Folfetab	১,৩৫০/-	
Aristofolfe	১,৮০০/-	
Acuren	৩,০০০/-	
Propranol	১,৭২০/-	৪,২৩,১৭০/-
৪. ড. সোহেল রেজা চৌধুরী সার্ভে ফরম ৩০০০ কপি		১,৫০০/-
৫. মোহাম্মদ আলী মিয়া শুমারী ফরম ১০০ কপি		৮০০/-
৬. ফখরুল আলম ফারুক রুগীর ক্রমিক নং কার্ড (লেমিনিটিং ফিতাসহ) ২০০টি		৩,০০০/-
৭. ড. তশিও মিউরা (মাইক্রোস্কোপ)		৫০,০০০/-
ইসিজি মেশিন		৫০,০০০/-
৮. মাহমুদ ওয়াহিদ		২,০০০/-
৯. মনি (সিলিং ফ্যান) ৪টা		৩,৬০০/-
মোট টাকা		৫,৩৪,৩৭০/-

টাকা

নাম	টাকা
মে ৯৯ - ডিসেম্বর ০৪	
০১. ড. মোস্তফা জামান	১,১১,৮৭২
০২. কেনওয়া	৯,০০২
০৩. একসা	৪২৬,০২৫
০৪. ড. তফাজ্জল হোসেন	৫,০০০
০৫. মোঃ নাসির উদ্দিন আহম্মেদ	৫,০০০
০৬. ইনজিনিয়ার আব্দুল আউয়াল	৫,০০০
০৭. মোঃ হোসেন আহম্মেদ	২,০০০
০৮. মোঃ আব্দুল বারেক	১৩৫,০০০
০৯. মোঃ কাজি লিয়াতট হোসেন	৫,০০০
১০. ড. মিনহাজ রহিম চৌধুরী	৫,০০০
১১. মোঃ আলা উদ্দিন (রামপুরা)	৫০,০০০
১২. স্টাকচারাল ইনজিনিয়ারস	১০,০০০
১৩. মোঃ মনিরুল ইসলাম	৫,০০০
১৪. একসা	২৬,০০০
১৫. কেনওয়া	২৬,০০০
১৬. মোঃ কাজি লিয়াকত হোসেন	৫,০০০
১৭. কামাল উদ্দিন	২,০০০
১৮. মোঃ আব্দুল কাদের পাটোয়ারী	২,০০০
১৯. ওয়াইস করনী জিলানী	৫০০
২০. মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন চৌধুরী	৫০০
২১. মোঃ বিএম ইউসুফ আলী	৫০০
২২. মোঃ নাসির উদ্দিন আহম্মেদ	২০০
২৩. ডঃ সাহাবুদ্দিন মাহামুদ	৫০০
২৪. মোঃ মোহাম্মদ আলী মিয়া	৬০০০
২৫. মাহমুদ হক	৫০
২৬. ড. ফৌজিয়া হাসিন	১,০০০
২৭. মোঃ আলী মিয়া	১,৮০০
২৮. নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক	৫,০০০
২৯. একসা	১৮,০০০
৩০. ডাঃ সত্যবতী হান্না	৩,০০০
জানুঃ - ডিসেঃ ২০০৫	
৩১. ডাঃ কাওসার পারভীন	১০,০০০
৩২. মোঃ নেওয়াজ গাজী	১০,০০০
৩৩. ড. মোস্তাফা জামান	১৫,০০০
৩৪. মাহফুজুল বারী চৌধুরী	৫০০
৩৫. মনসুর আলী হাওলাদার	১০০
৩৬. নুরুল ইসলাম	১০০
৩৭. কামাল উদ্দিন	২৫,০০০
৩৮. হাসান আহমেদ	২,৫০০
৩৯. চুনজন নানুন	১,৩১,৫৮০
জানুঃ - ডিসেঃ ২০০৬	
৪০. ড. সোহেল রেজা চৌধুরী	৩,৬৬০
মোট টাকা	১০,৩৫,৩৮৯/-

Responsibilities of ECOH staffs and executives

Supervisor	Intermediary person	Responsible person level 2	Responsible person level 1	Activity
M Mostafa Zaman	Iqbal Hossain	Kazol Rekha	Ruhul Amin	Building, land, guest house, public relations
	Md Amanullah	Kazol Rekha		Volunteers, Organizational meetings
	Arifuzzaman Khan	Nargis Sultana		RHD Registry
	Arifuzzaman Khan	*as appropriate*		Coordination of research
	Iqbal Hossain	Kazol Rekha	Ruhul Amin	Camp
MM. Zaman/Kawsar Parvin	Arifuzzaman Khan*	Kazol Rekha		Mothers' health
	Iqbal Hossain	Kazol Rekha	Ruhul Amin	Propoganda
SM Alauddin	Md Amanullah	Kazol Rekha		Accounting, banking, procurement, membership
	Md Amanullah	Nargis Sultana	Ruhul Amin	Cleanliness
Mohammad Ali Miah	Md Amanullah	Nargis Sultana	Ruhul Amin	Security and safety of ECOH, store
	Md Amanullah	Kazol Rekha		Administration, official documentation#
Jasimuddin Ahmed	Arifuzzaman Khan	Kazol Rekha		Child health (IMCI)
	Arifuzzaman Khan	Kazol Rekha		Tobacco control
	Rafiqul Islam	Nazrul Islam		Diagnostics
	Arifuzzaman Khan	Nargis Sultana**	Ruhul Amin	Outpatients
	Arifuzzaman Khan	Nazrul Islam		NCD Network and Alliance
Sarkar Md Numan	Arifuzzaman Khan	Nargis Sultana		Birth registry
	Arifuzzaman Khan	Nargis Sultana		Death registry
	Arifuzzaman Khan	Nargis Sultana		Demographic survey
Sohel Reza Choudhury	Arifuzzaman Khan	Nazrul Islam		Hypertension control, stroke registry
	Arifuzzaman Khan	Nazrul Islam		Information technology
Md Sadequl Islam	Arifuzzaman Khan	Nazrul Islam	Ruhul Amin	Surgery

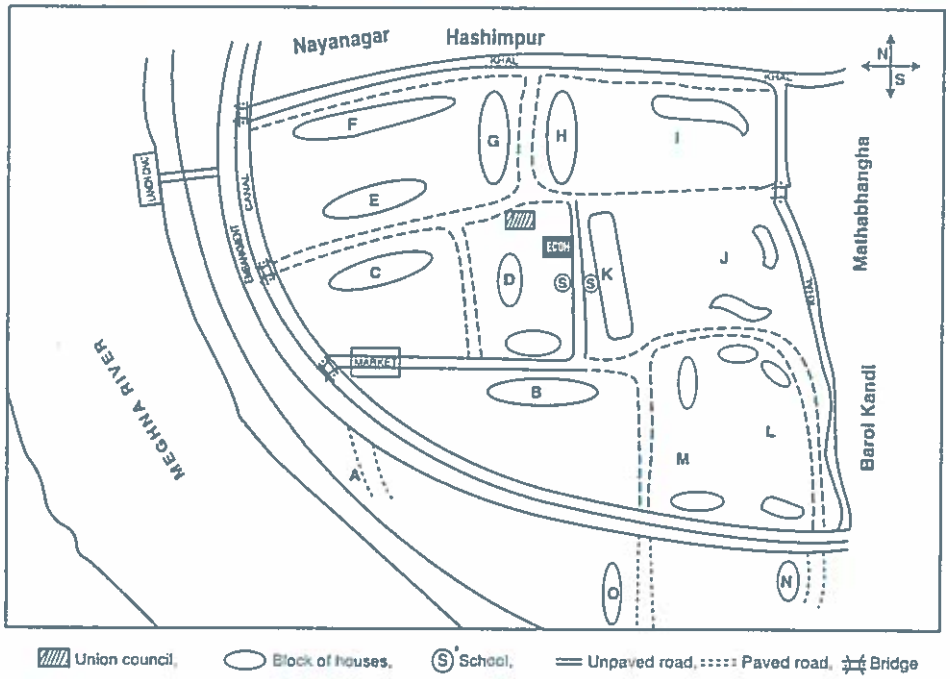
*Under occasional supervision of Kawsar Parvin, **Anything not defined here will be her responsibilty; # Technical documentation will be the responsibility of respective activity in-charge.

Population of Ekhlaspur, 2001

Age (years)	Male	Female	Total
0	49	39	88
1-4	239	243	482
5-9	354	361	715
10-14	322	342	664
15-19	320	267	587
20-29	488	460	948
30-39	397	334	731
40-49	246	221	467
50-59	153	161	314
60-69	122	102	224
70-79	98	72	170
80-	44	42	86
Total	**2832**	**2644**	**5476**
Reside in Ekhlaspur	2358	2468	4826
Elsewhere	474	176	650

There are 965 households *(Khana)*

G.R. Map of Ekhlaspur village



বাংলাদেশ ফরম নং ৫৪৬২ (সংশোধিত)

ইকোর জমির খারিজ পর্চা

খতিয়ান নং ১২২২

জেলা ..... উপজেলা/থানা ..... মৌজা ..... জে.এল.নং ..... রেঃ সাঃ নং .....

মালিক, অকৃষি প্রজা বা ইজারাদারের নাম ও ঠিকানা	অংশ	রাজস্ব	দাগ নং	জমির শ্রেণী		দাগের মোট পরিমাণ		দাগের মধ্যে অত্র খতিয়ানের অংশ	অংশানুযায়ী জমির পরিমাণ		দখল বিষয়ক বা অন্যান্য বিশেষ মন্তব্য
				কৃষি	অকৃষি	একর	ডেসিমেল		একর	ডেসিমেল	
১	২	৩	৪	৫(ক)	৫(খ)	৬(ক)	৬(খ)	৭	৮(ক)	৮(খ)	৯
		১১৯৬	১৩৮৮					০.৫২		০২	
	০.৩০										

.....দাগসমূহে নোট বা পরিবর্তন

মোট জমি — ০২

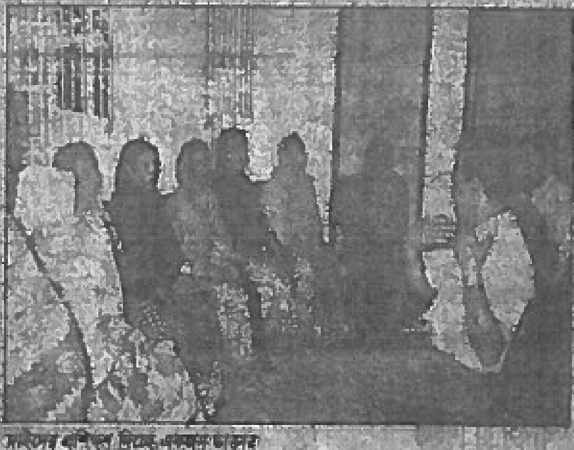
মাঠ মোকদ্দমা নং এবং সন

ডিসিপিডি—শাখা—৪—১,০২৬/১০৩-২৪/(ল)—১০-০১-১১২৪—১,০০,০০,০০০

বিশেষ প্রতিবেদন

গরিব মানুষের হাসপাতাল





প্রথম আলো ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ সাল

ঘটণাপঞ্জী

জানুয়ারী ১৯৯৭	ঃ	ডাঃ মোঃ মোস্তফা জামানের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ছিল এখলাছপুরে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরীর। জাপানে অবস্থানকালীন তারই একান্ত ঘনিষ্ঠজন জনাব মিসাও ইয়ানোর কাছে সহযোগীতার অনুরোধ করার পর তিনি আশ্বাস দেন।
জুলাই ১৯৯৭	ঃ	ডাঃ মোঃ মোস্তফা জামান , জনাব মিসাও ইয়ানো এবং জনাব নাকাইয়ামা সরেজমিনে এখলাছপুর পরিদর্শন করেন। জাপান ফেরৎ গিয়া অর্থ সংগ্রহ শুরু করেন। তাদেরকে সক্রিয় সহযোগিতা করেন ডাঃ কাওয়ার পারভীন, ড. তুষার কান্তি দাস এবং আরো কয়েকজন বাংলাদেশী ও জাপানী।
১২ নভেম্বর ১৯৯৮	ঃ	ইকোর জন্য জমি দান করেন জনাব আকফৎ আলী প্রধানীয়া, তাইজুদ্দিন প্রধানীয়া, আবদুস সোবহান প্রধানীয়া, দেলোয়ার হোসেন প্রধানীয়া, রুহুল আমিন প্রধানীয়া, মোঃ ইলিয়াছ প্রধানীয়া, ডাঃ মোঃ মোস্তাফা জামান
২৪ নভেম্বর ১৯৯৮	ঃ	ইকোর দালানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ডাঃ মোঃ মোস্তাফা জামান ও জনাব মিসাও ইয়ানো।
৩১ মার্চ ১৯৯৯	ঃ	জনসংখ্যা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সার্ভে শুরু।
৮ মে ১৯৯৯	ঃ	ইকোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।প্রধান অতিথি ঃ জনাব কজি তমিতা, দ্বিতীয় সচিব জাপানী দূতাবাস, ঢাকা। বিশেষ অতিথি ঃ জনাব মিসাও ইয়ানো, মিসাতো, জাপান।
	ঃ	বহির্বিভাগে রুগী দেখা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু।
	ঃ	১৯৯৯-২০০১ মেয়াদের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন- প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ঃ ড. মোঃ মোস্তাফা জামান, সহ সভাপতি ঃ ডাঃ মোঃ সাদেকুল ইসলাম, ডাঃ মোঃ নোমান, সাধারণ সম্পাদক ঃ মোসাদ্দেক হোসেন মুরাদ যুগ্ম -সাধারণ সম্পাদক ঃ মোরশেদ আলম, অর্থ সম্পাদক ঃ মোঃ আলী আহাম্মদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ রেহান উদ্দিন নেতা, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মফিজুল ইসলাম মিয়াজি, সদস্য ঃ মাসুদুর রহমান (মজিদ) মিয়াজী, শহীদুল হক নেতা,আনোয়ার হোসেন সরদার, এ কে এম জাহাঙ্গীর মফিজউদ্দিন শিকদার, মোসলেম উদ্দিন প্রধানীয়া, জমির উদ্দিন আহমেদ মাষ্টার, আবদুল করিম (আলম) মাষ্টার, দেলোয়ার হোসেন প্রধানীয়া, মোঃ হানিফ প্রধান, বিল্লাল হোসেন মাষ্টার, জিয়াউল ইসলাম মাষ্টার, আবদুল হামিদ।
১৫ নভেম্বর ২০০০	ঃ	দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা ২০০০। হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, বহুমূত্র বিষয়ক সার্ভে শুরু। অন্যান্যদের সাথে অংশগ্রহন করেন ডাঃ সোহেল রেজা চৌধুরী ডাঃ নবও ইয়োশিইকে, ডাঃ মিউরা, ডাঃ শজি, ডাঃ অইয়োশি।
১ জানুয়ারী ২০০১	ঃ	জন্ম-মৃত্যুর নিবন্ধন শুরু। গর্ভবতী ও অনুর্ধ এক বছরের শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শুরু।
৪ জানুয়ারী ২০০২	ঃ	বার্ষিক সাধারণ সভা ২০০১। ২০০২-২০০৪ মেয়াদের জন্য কার্যনিবহি পরিষদ গঠন। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ঃ ড. মোঃ মোস্তাফা জামান, সহ-সভাপতি ঃ ডাঃ মোঃ সাদেকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদকঃ মোঃ মোরশেদ আলাম মানিক, অর্থ সম্পাদক ঃ মোঃ আলী আহাম্মদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মোঃ মফিজুল ইসলাম মিয়াজী, গণ-সংযোগ সম্পাদক ঃ মোঃ ইকবাল হোসেন প্রধানিয়া, সদস্য ঃ ডাঃ সরকার মোঃ নোমান, কামাল উদ্দিন, মোঃ খোরশেদ আলম, দেলোয়ার হোসেন প্রধানিয়া, মোঃ নজরুল ইসলাম এনাচার মোঃ আলী মিয়া, মোঃ আলা উদ্দিন
২৪ জুন ২০০২	ঃ	বাতজ্বর ক্যাম্প ও স্মরনিকা প্রকাশ। প্রধান অতিথি ঃ এম এম মঞ্জুর হাসান, বিশেষ অতিথি ঃ জনাব মিসাও ইয়ানো।
৪ অক্টোবর ২০০২	ঃ	দ্বিতীয় তলার নির্মাণ কাজ শুরু। কাজের উদ্বোধন করেন ড. মোঃ মোস্তফা জামান ও ড. জসিমউদ্দিন আহমেদ।
২৫ ডিসেম্বর ২০০২	ঃ	হার্ট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত। প্রধান অতিথি ঃ লায়ন বেনজির আহম্মেদ, বিশেষ অতিথি ঃ এম. এ. হান্নান, প্রফেসর কে এম এইচ সিরাজুল হক। আরো অংশ গ্রহণ করে ডাঃ মমতাজ হোসেন, ডাঃ জিএম ফারুক, ডাঃ মঞ্জুর হাসান, ডাঃ খালেদ মহসিন।
	ঃ	বার্ষিক সাধারণ সভা ২০০২।
১২ মার্চ ২০০৪	ঃ	উচ্চ রক্তচাপ, ক্যাম্প অনুষ্ঠিত। অন্যান্যের মধ্যে বিশেষজ্ঞ ডাঃ সত্যবতী হান্না, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অংশ গ্রহণ।
৩১ মে ২০০৪	ঃ	বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস পালন।
১ জানুয়ারী ২০০৫	ঃ	ওয়েব সাইট ঃ http://www.geocities.com/ecoh1999bd/
১৯ আগষ্ট ২০০৫	ঃ	ড. কউন এর ইকো পরিদর্শন ।
	ঃ	দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত। ২০০৫-২০০৭ মেয়াদের কমিটি গঠন।
২০০৬	ঃ	বাতজ্বর ও বাতজ্বর জনিত সার্ভে অনুষ্ঠিত
২০০৬	ঃ	অসংক্রামক ব্যাধি সার্ভে অনুষ্ঠিত। তামাক বিরোধী জোট ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহযোগীতা
২২ জুন ২০০৬	ঃ	বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস পালন। ইকো, এখলাসপুর ইউনিয়ন কাউন্সিল, এখলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয়, এখলাসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ধুমপান মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষনা করা হয়।